তৃতীয় দার্স

الدرس الثالث

কবরঃ

القبر:

আনাস-ﷺ-নবী করীম-ﷺ-থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি-ﷺ-বলেছেন, "যখন বান্দাকে কবরে দাফন করা হয় এবং তাঁর সঙ্গী সাথীরা ফিরে যায়, তখন সে তাদের জুতোর শব্দ শুনতে পায়।" তিনি বলনে, "তার কাছে দু'জন ফেরেশতা এসে তাকে উঠিয়ে বসান এবং তাকে বলেন, এই ব্যক্তি সম্পর্কে তুমি কি বল?" তিনি বলেন, "সে যদি মু'মিন হয়, তাহলে বলবে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।" তিনি বলনে, "তখন তাকে বলা হবে, দেখো! জাহান্নামে তোমার স্থান, আল্লাহ তার পরিবর্তে বেহেশতের একটি বাসস্থান দান করেছেন।" আল্লাহর নবী বলেছেন, "সে উভয় স্থান অবলোকন করবে।" "কিন্তু যখন কাফের বা মুনাফেককে বলবে, আমি জানি না, লোকেরা যা বলতো, আমিও তাই বলতাম। অতঃপর তাকে বলা হবে, না তোমার জ্ঞান ছিলো; না যাদের জানা ছিলো, তাদের অনুসরণ করেছিলে। অতঃপর লোহার হাতুড়ি দ্বারা এমন এক প্রচন্ড আঘাত করা হবে যে, তার ফলে সে এমন চিৎকার করবে, যা মানুষ ও জ্বীন ছাড়া কবরের পার্শ্বস্থ সব কিছু শুনতে পাবে।" (বুখারী ১৩৩৮-মুসলিম ২৮৭)

কবরে মানুষের দেহে প্রাণ ফিরে আসার বিষয়টি আখেরাত সংশ্লিষ্ট বিষয় হেতু মানুষের বিবেক-বুদ্ধি এ পৃথিবীতে তা অনুধাবন করতে পারে না। মুসলিমদের ঐক্যমত বিশ্বাস যে, মানুষ প্রকৃত মু'মিন ও অফুরন্ত সুখের যোগ্য হলে, সে কবরে আরাম উপভোগ করবে অথবা শাস্তির যোগ্য হলে, সে শাস্তি পাবে, যদি আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করেন। মহান আল্লাহ বলেন, "সকাল ও সন্ধ্যায় তাদেরকে আগুনের সামনে পেশ করা হয়। আর যখন কেয়ামতের মুহূর্ত আসবে, তখন নির্দেশ হবে যে, ফেরাউনের দলবলকে কঠিনতর আযাবে নিক্ষেপ করো।" (সূরা গাফিরঃ ৪৬)। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কবরের আযাব থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও।" (মুসলিম ২৮৬৭) সুষ্ঠুবিবেকও তা অস্বীকার করে না। কারণ, মানুষ এ পার্থিব জীবনে তার সাদৃশ্য বা কাছাকাছি বস্তু দেখে। ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে অনুভব করে যে, তাকে কঠিনতর শাস্তি দেয়া হচ্ছে, আর সে চীৎকার ক'রে অন্যের সহযোগিতা কামনা করছে, কিন্তু তার পাশের ব্যক্তি এ সম্পর্কে কিছুই অনুভব করে না। অথচ জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে বিরাট তফাৎ রয়েছে। কবরে শাস্তি দেহ ও প্রাণ (আত্মা) উভয়ের উপর হবে। রাসূলুল্লাহ-ﷺ-বলেছেন, "কবর হচ্ছে আখেরাতের প্রথম মাঞ্জিল, যে তা থেকে মুক্তি পাবে, পরবর্তীতে আরো সহজে মুক্তি পাবে। আর যে কবর থেকে মুক্তি পাবে না, সে পরবর্তীতে আরো কঠিন অবস্থার সম্মুখীন হবে।" (তিরমিজী) মুসলিমদের উচিত কবরের আযাব থেকে মুক্তি কামনা করা, বিশেষ করে নামাযের সালাম ফিরার পূর্বে।অনুরূপ সেই সকল পাপ থেকে দূরে থাকা, যা কবরের আযাব ও দোজখের আগুন ভোগ করার প্রধান কারণ। **'কবরের আযাব'** বলা হয়, কারণ অধিকাংশ মানুষকে কবরে দাফন করা হয়। তবে পানিতে ডুবেগেলে বা আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলে কিম্বা হিংস্র পশু খেয়ে ফেললেও বারযাখে আযাব বা আরাম ভোগ করবে। কবরে আযাব বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন লোহা বা অন্য কিছুর হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করা, অন্ধকার দিয়ে কবর পূর্ণ করে দেয়া, আগুনের বিছানা বিছিয়ে দেয়া, দোযখের দিকে দরজা খুলে দেয়া, তার খারাপ ও পাপ কার্যসমূহের একজন কুশ্রী দুর্গন্ধময় ব্যক্তির রূপ ধারণ করে তার সাথে কবরে থাকা। মুনাফিক বা কাফের হলে আযাব অব্যাহত থাকবে। পাপী মু'মিনের পাপ অনুসারে আযাব বিভিন্ন প্রকার হবে, আর সে আযাব নির্দিষ্ট সময়ের পর বন্ধ হয়ে যবে। পক্ষান্তরে মু'মিন কবরে আরাম ও পরম সুখ উপভোগ করবে। কবর তার জন্য প্রশস্ত করে দেয়া হবে, আলো দ্বারা তার কবর সমুজ্জ্বল করা হবে, বেহেশতের দিকে দরজা খুলে দেয়া হবে, যা দিয়ে আসবে বেহেশতের হাওয়া ও সুঘ্রাণ, বেহেশতের বিছানা বিছিয়ে দেয়া হবে এবং তার সৎকার্যসমূহ এমন সুদর্শন ব্যক্তির রূপ ধারণ করবে, যার সংস্পর্শে সে পাবে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি।